বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
কাওরান বাজার-১২১৫

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪২৪৮১
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮২৮
ই-মেইল: chairman@bsbk.gov.bd
Website: www.bsbk.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	অবস্থান(পৃষ্ঠা)
১.০	পটভূমি	০৭
১.১	রূপকল্প	০৭
১.২	অভিলক্ষ্য	০৭
১.৩	কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	০৭
১.৪	বোর্ড গঠন	০৭
১.৫	বোর্ড পরিচালনা	০৭-০৮
১.৬	বোর্ডের সভা	০৮
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো	০৮
২.১	জনবল	০৯-১০
২.২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১০-১১
২.৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১১-১২
২.৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	১২-১৪
২.৫	আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৫-১৬
২.৬	কল্যাণমূলক কার্যক্রম	১৬
২.৭	দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্থবকের ভূমিকা	১৬
২.৮	শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা	১৭
২.৯	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্থবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান	১৭
২.১০	মাসিক সমন্বয় সভা	১৭
২.১১	মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এর বাস্থবকের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন	১৭-১৮
৩.০	বন্দর পরিচিত	১৮-২০
৩.১	বন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিবরণ	২১-২৩
৩.২	পণ্য হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত তথ্য	২৩
৩.৩	বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য	২৩-২৪
৩.৪	আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা	২৫
৪.০	অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	২৫-২৮
৪.১	২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	২৮-২৯
৪.২	চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ	২৯
৪.৩	ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ	৩০
৫.০	বন্দর ভিত্তিক আয়ের পরিসংখ্যান	৩০
৫.১	মোট আয়ের পরিসংখ্যান	৩১
৫.২	আয়-ব্যয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	৩১
৫.৩	সরকারি কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ	৩২
৫.৪	হিসাব সংক্রান্ত পলিসি	৩২
৬.০	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য	৩৩
৬.১	হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি	৩৩
৬.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার অগ্রগতি	৩৩
৭.০	ফটোগ্যালারী	৩৪-৩৭

বাণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাস্থবক এর যাত্রা শুরু হয়। দেশের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪,৪২৭ কি.মি.। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ১৮১টি শুল্ক স্টেশনের মধ্যে প্রধান প্রধান ২৪টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাস্থবক এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। তন্মধ্যে ১২টি স্থলবন্দর চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ১২ টি স্থলবন্দর পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন করে চালু করা হবে। উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নপূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'রূপকল্প'-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশ শ্রম নির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতিতে পদার্পণ করছে। এ প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থলবন্দর সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ পাঠান্তে বাস্থবক সম্পর্কে জানার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত সম্পাদিত চুক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাস্থবক নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবেদনে স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

সর্বোপরি আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তপন কুমার চক্রবর্তী
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাণী

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) ২০০১ সালের ১৪ই জুন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঘোষিত ২৪টি প্রধান শুল্কস্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৭টি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়, ০৫টি বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে । অবশিষ্ট ১২টি বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে বাস্থবক এর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

স্থলবন্দরসমূহের আমদানি-রপ্তানি, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্থবক এর আয় ছিল ১৪৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া Motor Vehicle Agreement এর আওতায় অদূর ভবিষ্যতে স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো ত্বরান্বিত হবে।

বন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পণ্য হ্যান্ডলিং এবং তা সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বন্দরসমূহে পর্যায়ক্রমে অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করার পর হতে প্রতি বছর বাস্থবক কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বাস্থবক এর সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র (বাস্থবক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, পণ্য হ্যান্ডলিং, আমদানি-রপ্তানি, আয়-ব্যয়, উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি) সংযোজন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অংশীজন (stakeholder) সেবা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবেন যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বন্দরসমূহ পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আলাউদ্দিন ফকির
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য(অর্থ ও প্রশাসন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাণী

ভারত ও মায়ানমারসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসায়ীবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে চালু ১২ টি স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যহত আছে। অচিরেই আরও ১২ টি স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ জোরদার করেছে। ইতোমধ্যে সরকারের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বুড়িমারী ও বেনাপোল স্থলবন্দরে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে নতুন ২টি স্থলবন্দর যথা: সিলেট জেলার শেওলা ও খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বেনাপোল স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ ও অটোমেশন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন, ভোমরা স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ কাজ অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক গতি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

সকলের সার্বিক সহযোগীতা ও কল্যাণ কামনা করছি।

মোঃ হাবিবুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য(উন্নয়ন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিবেশী দেশের সাথে বাণিজ্য সহজতর করার জন্য ১২ (বারো) টি স্থলবন্দর নিয়ে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন স্থলবন্দরসমূহ BOT(Build, Operate and Transfer) ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে সকল স্থলবন্দর পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থলবন্দরের সংখ্যা ০৭ (সাত) টি এবং BOT ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) টি মোট ১২ (বারো) টি স্থলবন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে আসছে। অবশিষ্ট স্থলবন্দরগুলো পর্যায়ক্রমে চালু হওয়ার প্রক্রিয়া চলমান। আশা করা যায় (স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে সকল স্থলবন্দরগুলো পরিচালিত হলে) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা অনেকাংশে কমে যাবে। স্থলবন্দর পরিচালনার সাথে ট্রাফিক বিভাগ সরাসরি জড়িত। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে স্থলবন্দরগুলোর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির তথ্য এবং স্থলবন্দরের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এটি পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর চেষ্টায় এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানায়। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ড. শেখ আলমগীর হোসেন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (ট্রাফিক)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১.০) পটভূমি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন,২০০১ (২০০১ সনের ২০নং আইন) পাশ করা হয়। সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ১৪ জুন ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) প্রতিষ্ঠা করে। বাস্থবক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজতর ও অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ২০০২ সালে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এই সংস্থার অধীনে ২৪টি স্থলবন্দর রয়েছে। তন্মধ্যে ১২ টি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হলে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাস পাবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১) রূপকল্প:

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর ও উন্নততরকরণ।

১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

১.৪) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথাঃ-

- চেয়ারম্যান;
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য; এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা এবং অন্য একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারী ব্যক্তি হবে।

১.৫) বোর্ড পরিচালনা :

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।

- চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.৬) বোর্ডের সভা :

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২.০) সাংগঠনিক কাঠামো :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬ (ছয়)টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। যেমন-প্রশাসন শাখা, ট্রাফিক শাখা, প্রকৌশল শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত শাখা/বিভাগসমূহের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে।

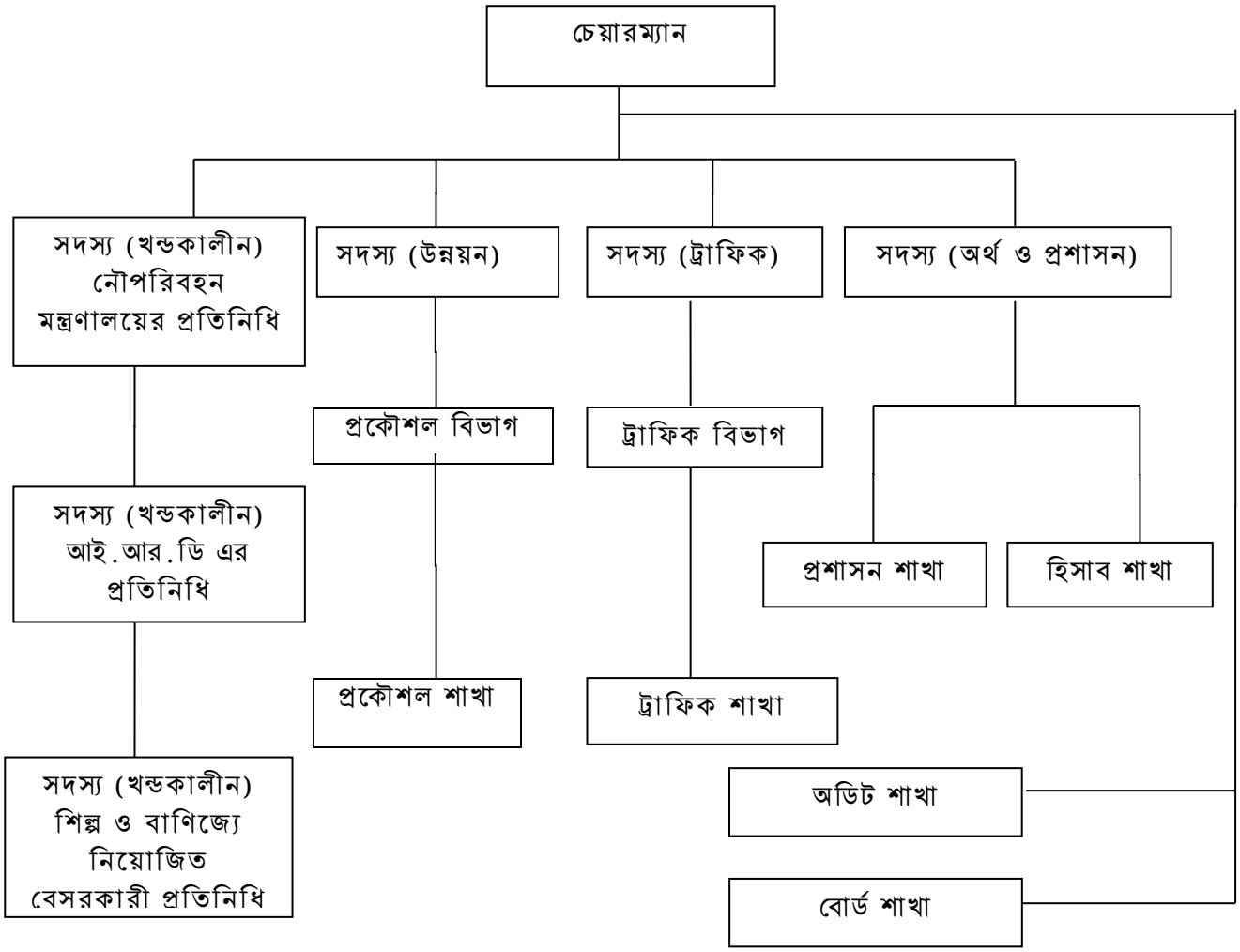

২.১) জনবল: বর্তমানে মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৪৫ টি এবং মোট পূরণকৃত/কর্মরত পদসংখ্যা ২৬৬ টি। পদবী/গ্রেড অনুযায়ী সারণিতে নিম্নে প্রদর্শন করা হ'ল:

ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত
১.	চেয়ারম্যান	১	১		১৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১
২.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১		১৫.	সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	১	০
৩.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	১		১৬.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	১৮	১৫
৪.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১		১৭.	সহকারী প্রকৌশলী	২	২
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	১		১৮	মেডিকেল অফিসার	১	০
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	২		১৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	২	২
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	১		২০.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৫	৪
৮.	পরিচালক (অডিট)	১	০		২১.	অডিট অফিসার	২	১
৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	১		২২.	আইন উপদেষ্টা	১	১
১০.	সচিব	১	১		২৩.	এস্টেট অফিসার	১	১
১১.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	২	১		২৪.	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
১২.	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	৫	৪		২৫.	একান্ত সচিব	১	১
১৩.	উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)	১	০		২৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০
						মোট=	৫৬	৪৫

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	জন সংযোগ কর্মকর্তা	১	০		৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫	৫
২.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭	৫		৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৪
						মোট=	১৮	১৪

গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ট্রাফিক পরিদর্শক	৬৩	৫৫		৬.	মেডিকেল এটেনডেন্ট	১	১
২.	ফায়ার ইন্সপেক্টর	১	১		৭.	অডিটর	৪	৪
৩.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিন্টেনডেন্ট	৮৮	৬৩		৮.	ক্যাশিয়ার	২	২
৪.	কম্পিউটার অপারেটর	২৬	২৪		৯.	কেয়ার টেকার	১	১
৫.	হিসাবরক্ষক	২০	১৪		১০.	ড্রাইভার	৯	৯
৬.	অফিস সহ: কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১		১২	ড্রাইভার (আউট সোর্সিং)	২	০
						মোট=	২১৮	১৭৫

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	১	১		৬.	পাওয়ার হাউজ	২	০
২.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	৪	৪		৭.	অফিস সহায়ক (আউট সোর্সিং)	৩	০
৩.	এম এল এস এস	৩৭	২৭		৮.	মেকানিক (আউট সোর্সিং)	১	০
৪.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	০		৯.	প্লাম্বার (আউট সোর্সিং)	১	০
৫.	ইলেকট্রিশিয়ান	২	০		১০.	কুক (আউট সোর্সিং)	১	০
						মোট=	৫৩	৩২

ঙ) নিয়োগ ও পদোন্নতি: (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট
৬	২	৮	৭	৩৭	৪৪

২.২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বিগত ২৪/০৬/২০১৮ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থলবন্দরসমূহের মধ্যে (APA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। APA ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০৮টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

নৌপরবিহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে (APA) চুক্তি স্বাক্ষর

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্থবক এর অর্জন(২০১৮-১৯অর্থবছর):

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন(%)
১	বেনাপোল স্থলবন্দরে ০৩(তিন) তলা বিশিষ্ট অফিসার্স ডরমেটরী ভবন নির্মাণ।	০১/০৬/২০১৯খ্রি:	১০০%
২	বেনাপোল স্থলবন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ।	০১/০৬/২০১৯খ্রি:	১০০%
৩	বুড়িমারী স্থলবন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ।	৭০০০ বর্গ মিটার	১০০%
৪	বুড়িমারী স্থলবন্দরের টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৩১/০৫/২০১৯খ্রি:	১০০%
৫	সোনাহাট স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালুকরণ।	৩১/০৫/২০১৯খ্রি:	১০০%
৬	প্রধান কার্যালয় ভবনের নকশা অনুমোদন ও দরপত্র আহ্বান।	৩১/০৫/২০১৯খ্রি:	১০০%
৭	বিলোনিয়া স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের নকশা প্রণয়ন	৩১/০৫/২০১৯খ্রি:	১০০%
৮	বাস্থবক এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রশিক্ষণ প্রদান।	২৫ জন	১০০%

২.৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং বাস্থবক এর নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাস্থবক এর নিয়ন্ত্রণাধীন মাঠপর্যায়ের প্রতিটি দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি স্থলবন্দরসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তিনমাস অন্তর অন্তর নৈতিকতা কমিটির সভা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভার আয়োজন করা হয়।

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন(%)
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	০৪ টি	১০০%
২	নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৮০%	১০০%
৩	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	০৪টি	১০০%
৪	আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনাতামূলক সভা/ প্রশিক্ষণ আয়োজন	৬০ জন	১০০%
৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৬০ জন	১০০%
৬	দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম এর ব্যবহার	৬০%	১০০%
৭	ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৯৮%	১০০%
৮	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪০%	১০০%
৯	দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	৫০%	১০০%
১০	গণশুনানী আয়োজন	২টি	১০০%

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বন্দরে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানীর আয়োজন

এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী বাস্তবকের ১ জন কর্মকর্তা এবং ১ জন কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার (১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ) প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮ প্রদান

২.৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া একই অর্থ বছরে নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নিম্নে সারণি আকারে এতদসংক্রান্ত উপাত্ত প্রদত্ত হ'ল:

ক) দেশীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনার: (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত)

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	Training on Sanitary & Phyto-Sanitary(SPS) and Technical Barrier to Trade(TBT)	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৩-১৫ নভেম্বর'১৮	০১
২.	Training on Sanitary & Phyto-Sanitary(SPS)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৮ নভেম্বর'১৮	০২
৩.	Training on Online Office Management	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট	২০-৩১ জানুয়ারী'১৯	০১
৪.	Training on Public Procurement Management	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট	০৩-০৭ ফেব্রুয়ারী'১৯	০১

৫.	Seminar	ADB, ঢাকা	১০-১১ ফেব্রুয়ারী'১৯	০১
৬.	Training on World Trade and Development	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৫-০৭ মে'১৯	০১
৭.	Training on Women Entrepreneurship and Trade Promotion in Bangladesh	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-১৬ মে'১৯	০১
৮.	Training course on Basic Principles of WTO Agreement and Notification requirement	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬-২৮ মে'১৯	০১
৯.	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	আরপিএটিসি	জুলাই'১৮-জুন'১৯	২১
১০.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স			০২
১১.	ICT কোর্স			০৩
১২.	আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স			০২
১৩.	কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স			০১
১৪.	ই-নথি কোর্স			০১
১৫.	বিশেষ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স			০১
			মোট=	৪০

বাস্থবক এর কর্মকর্তাদের দেশীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের চিত্র

খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার: (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত)

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	দেশ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	DC-DM conference of Cluster-8	আসাম, ভারত	০১জুলাই'১৮	০১
২.	Study tour in Thailand	এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, থাইল্যান্ড	২১-৩০ জুলাই'১৮	০১
৩.	Conference on Bangladesh-India Joint Group of Customs	নয়াদিল্লি, ভারত	২৪-২৫ সেপ্টেম্বর'১৮	০১
৪.	Study tour on Port Management of operation (Malaysia-Indonesia Landport)	মালয়েশিয়া – ইন্দোনেশিয়া	২৫ সেপ্টেম্বর-১০ অক্টোবর'১৮	০৩

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	দেশ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
৫.	Operational Efficiency and Improvement of Bangladesh Land Port Authority	ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া	২৬ অক্টোবর-০৫ নভেম্বর'১৮	১২
৬.	Conference on Bangladesh-India Joint Group of Customs	কাঠমুন্ডু, নেপাল	১২-১৩ ডিসেম্বর'১৮	০১
৭.	SASEC Nodal official and working group	সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া	১৮-১৯ মার্চ'১৯	০১
৮.	Seminar on Belt and Road Product capacity co-operation of Bangladesh	চীন	১০-২৪ মে'১৯	০১
৯.	e-Port Management and Automation System	মালয়েশিয়া	২৭মে-৩জুন'১৯	০৬
			মোট=	২৭

বাস্থবক এর কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের চিত্র

গ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত)

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	**ক)** সরকারী কর্মচারি আচরণ ও শৃঙ্খলা; **খ)** নথি ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং, ছুটি বিধি, এসিআর ও সার্ভিস বুক; **গ)** বন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ সিডিউল প্রণয়ন ও পদ্ধতি প্রয়োগ; **ঘ)** আর্থিক বিধি-বিধান ও বাজেট প্রণয়ন; **ঙ)** public procurement ও টেন্ডার পদ্ধতি, নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা/ পদোন্নতি বিধি-বিধান।	বাস্থবক	০৭-০৫-২০১৯ হতে ০৯-০৫-২০১৯	১৩
			মোট=	১৩

২.৫) আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ক) স্থলবন্দরের প্রশাসনিক ও আর্থিক খাতে Automation প্রবর্তনকরণ: স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ''SASEC Road Connectivity"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের বিভিন্ন শেডে পণ্যসামগ্রী লোড/আনলোড, ওয়েব্রীজ স্কেলে ওজন ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমে অটোমেশন সম্পন্ন হয়েছে। অটোমেশনের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দরে অপারেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য বন্দরের শেড/ ইয়ার্ডে অটোমেশন অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

খ) ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ: বর্তমানে বাস্থবকের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৭% ক্রয় ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

গ) ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন: বর্তমানে ই-ফাইল ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়।

ঘ) হিসাব শাখায় সফটওয়্যার স্থাপন: হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজীকরণ এবং সেবা গ্রহীতাদের উত্তম ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্থবক এর হিসাব শাখায় ট্যালি সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) সেবা সহজীকরণের আওতায় ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন : সেবা সহজীকরণের আওতায় বাস্থবকের বুড়িমারী স্থলবন্দরে "ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" বাস্তবায়নাধীন। এতে সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণের জন্য নাগরিক সেবাসমূহ (পণ্য ট্র্যাকিং, পণ্যের ওজনসহ অটো এসএমএস/ই-মেইল/মোবাইল এ্যাপস, অনলাইন পেমেন্ট ইত্যাদি) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী প্রবেশ, ওজন ও ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি অবলোকন করা যাবে।তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী পণ্যসামগ্রীর অবস্থান ও পণ্যবাহী ভারতীয় গাড়ি চালকদের তথ্য সংরক্ষণও করা সহজ হবে। ফলে Ease of Doing Business নিশ্চিতকরণসহ বন্দরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্দরের রাজস্বের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

চ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ: স্থলবন্দরসমূহে ভারতীয় গাড়িচালকদের Barcode সম্বলিত তাৎক্ষণিক Photo Capture সহ ডিজিটাল নিরাপত্তা পাশ প্রদান এবং আমদানিকারকদের নিকট তাৎক্ষণিক পণ্যসামগ্রী বন্দরে প্রবেশ ও এর প্রকৃত ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এ প্রেরণের লক্ষ্যে Mobile Apps প্রবর্তনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে উদ্ভাবনটির কার্যক্রম বেনাপোল স্থলবন্দরে চলমান রয়েছে । পরবর্তীতে এটির রেপ্লিকেশন হিসেবে বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরে বাস্তবায়ন করা হবে। উদ্ভাবনীটি বাস্তবায়ন করা হলে আমদানিকারক-সেবাগ্রহীতার আমনদানিকৃত পণ্য বন্দরে প্রবেশ,পণ্যের প্রকৃত ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অথবা Mobile Apps এর মাধ্যমে পণ্য প্রবেশ/ ওজন সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিক ট্র্যাকিং করা সম্ভব হবে।

বাস্থবকের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর চিত্র

ছ) PIMS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন:

বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি সংক্রান্ত তথ্যসহ যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশকরণের লক্ষ্যে PIMS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.৬) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারির কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম (অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদি, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস) গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসাহ বোনাস প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পেনশনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বাস্থবকে আত্মীকৃত ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা-কর্মচারির পেনশন ও গ্রাচুইটি প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২.৭) দারিদ্র বিমোচনে বাস্থবকের ভুমিকা:

ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-৩০) নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২১.৮%। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ১৮.৬% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী এবং ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দর এলাকার প্রায় ১০ (দশ) হাজার শ্রমিক পণ্য উঠা-নামানোর কাজে সম্পৃক্ত আছে। এতে স্থানীয় হতদরিদ্র স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কিয়দাংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীর লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারাবাহিকতায় পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নিম্ন আয় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

২.৮) শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা:

মোট শৃংঙ্খলা বিভাগীয় মামলা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুত/বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৮	১	৩	-	৪	১৪

২.৯) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্থবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান :

বাস্থবক এর আওতাধীন বন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে চলমান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৮-১৯) বেনাপোল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২৪.৯৮ একর, তামাবিল স্থলবন্দরের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ৩.১৮ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। এছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর সম্প্রসারণের জন্য ১৬.৪১৫ একর, ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা সম্প্রসারণের জন্য ১০.০০ একর, বিলোনিয়া স্থলবন্দর, ফেনী প্রতিষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর, ময়মনসিংহ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬.৪১ ও ১৪.৭৩ একর, ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর, জামালপুর প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫.৮০ একর এবং রামগড় স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি প্রতিষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১০) মাসিক সমন্বয় সভা :

বিগত ২৪/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে বাস্থবক এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ই-ফাইলিং কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উৎসাহ বোনাস প্রদান, পেনশন, গ্রাচুইটি, অডিট আপত্তি,বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বেনাপোল স্থলবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং ভোমরা বন্দরের দুটি ওজন স্কেলকে সংযুক্তকরণ (interlink) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্থবকের মাসিক সমন্বয় সভার চিত্র

২.১১) মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এর বাস্থবকের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী গত ২২-০১-২০১৯ তারিখে কাওরান বাজারস্থ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জনাব মোঃ আবদুস সামাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। বাস্থবকের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বাস্থবক এর প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এর আগমন

৩.০) বন্দর পরিচিতি :

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪ (চব্বিশ) টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২ (বারো) টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭ (সাত) টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল এবং সোনাহাট বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিরল স্থলবন্দর ব্যতীত অপর ০৫ (পাঁচ) টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate and Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ১২ (বারো) টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে।

২৩টি স্থলবন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

ক) চালুকৃত বন্দরসমূহ:

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	ব্যবস্থাপনা
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	বেনাপোল,শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বনগাঁও, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	রামনগর,আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	ভোমরা, সাতক্ষীরা	গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৭	সোনাহাট স্থলবন্দর	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	সোনাহাট, ধুবরী,আসাম, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	ব্যবস্থাপনা
৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর,মালদহ,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	BOT
৯	হিলি স্থলবন্দর	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি,দঃদিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	BOT
১০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	BOT
১১	টেকনাফ স্থলবন্দর	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার	BOT
১২	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	বিবিরবাজার, কুমিল্লা	শ্রীমন্তপুর,সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত	BOT

খ) উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান বন্দরসমূহ:

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
১	বিরল স্থলবন্দর	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	সীমান্তে সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা
২	দর্শনা স্থলবন্দর	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে,কৃষ্ণনগর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	সীমান্তে সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৩	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	বিলোনিয়া, ফেনী	বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫	রামগড় স্থলবন্দর	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬	তেগামুখ স্থলবন্দর	বরকল, রাঙামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া,মিজোরাম , ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ডোমার, নীলফামারী	হলদীবাড়ী,কুচবিহার,পশ্চিমবঙ্গ , ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শুল্ক স্টেশন চালু করার বিষয়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
৮	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া,নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শুল্ক স্টেশন চালু করার বিষয়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
৯	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ,আমপতি,মেঘালয়, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১০	শেওলা স্থলবন্দর	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১১	বাল্লা স্থলবন্দর	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্থলবন্দরসমূহের মানচিত্রে অবস্থান পরিচিতি :

৩.১)স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও অনুযায়ী) বিবরণ :

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	সুতা (কাস্টমস বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত সূতা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) ডুপলেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, টোব্যাকো, রেডিও-টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোন ও বোল্ডারস), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, ব্যবহার্য কাঁচা তুলা, চাল, মশুরডাল, কোর্টজ, তাজাফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS), মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও-টিভি পার্টস,মার্বেল স্ল্যাব, তামাকডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত), শুকনা তেতুল, ফিটকিরি, অ্যালুমিনিয়াম এর ট্যাবলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, ফিস ফিড, আগরবাতি, জুতার সোল, শুকনা কুল, এ্যাডহেসিভ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	মাছ, সুতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৭	দর্শনা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৮	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৯	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১০	রামগড় স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১১	সোনাহাট স্থলবন্দর	পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১২	তেগামুখ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৩	চিলাহাটী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৪	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৫	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার,চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ এবং কাঁচা সুপারি।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৬	শেওলা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার,চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজসহ সকল প্রকার আমদানীযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৭	বাল্লা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার,চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৯	হিলি স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপারবোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭; তারিখ: ২৪-০৫-১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভুটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু) ব্যতীত ভারত হতে আমদানিকৃত পাথর, টিম্বার ও ফল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২১	টেকনাফ স্থলবন্দর	সুতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু ব্যতিত সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২২	বিবির বাজার স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোন ও বোল্ডারস), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, চাল, মশুর ডাল, কোয়ার্টজ, বিভিন্ন প্রকার মসলা, সাতকরা ও আগরবাতি।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
২৩	বিরল স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বল ক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

৩.২) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিগত ৫(পাঁচ) বছরে পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল, ইক্যুইপমেন্ট ও ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ :

(মে.টন)

অর্থ বছর	বেনাপোল	ভোমরা	বুড়িমারী	নাকুগাঁও	তামাবিল	সোনাহাট
২০১৪-১৫	২১৫১৯৭২	১৭৯৪৭০১	১১৭৫৮৮৪	-	-	-
২০১৫-১৬	২১৮২৭৫৪	১৮০৪৫৫৭	২৬২৯৫০৭	৫০০০০	-	-
২০১৬-১৭	২৪৫০৬২৫	২২৩৯০৭৩	৪৩৬৩৩৮৭	৫৬০৩০	-	-
২০১৭-১৮	২৬১৪৭২৬	২৬২৮৭৯৫	৬৯৭৮৯৭৯	৭০৬৫	৭৮১০৯৩	
২০১৮-১৯	২৯১২৩৪৩	২২৮৬৯৮২	৯০০০৫৯৪	৬৫৪৩৬	১৮৫৩৯৪৪	৪৮২৭৬৭

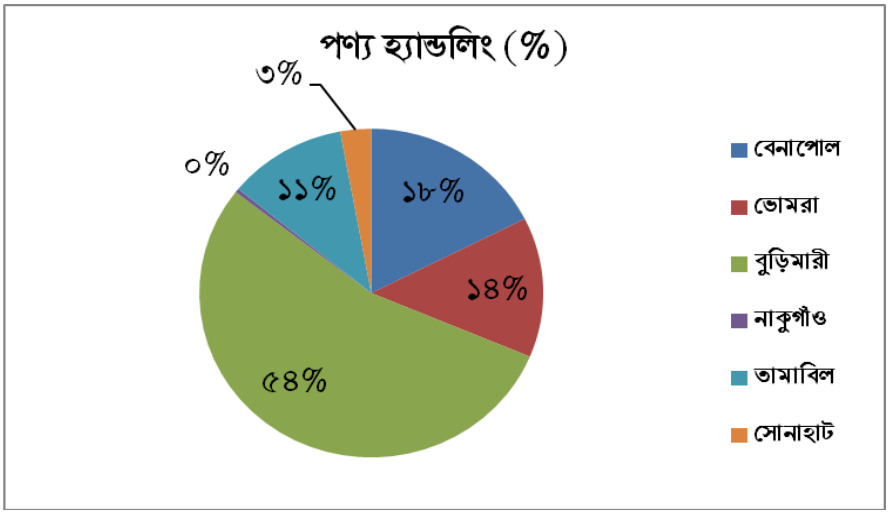

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বন্দর ভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং (%)এর লেখচিত্র

৩.৩) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য : **(মে.টন/ট্রাক)**

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
১.	বেনাপোল	আমদানি	১৩,৭৯,৩৫০	১২,৮৮,৯৩৮	১৩,৯৩,৩২৯	১৯,৮৮,৩৫৭	২১,৮১,১২৩
		রপ্তানি	২,৯৫,৯৭৭	৪,৭৫,৭৩৯	৩,২৫,৩৮১	৩,৫২,৯৬৩	৪,০১,১৭৭
২.	বুড়িমারী	আমদানি	১২,১২,৫২৩	৫,৯৭,৩০১	৪৩,৯২,৯০৭	৭০৪৮,৮৩৮	৮২,২৩,৪০০
		রপ্তানি	-	-	৮৭০৪ ট্রাক	১১৩৩৩ট্রাক	১৩,৮০৬ট্রাক
৩.	ভোমরা	আমদানি	১৮,০৯,২২৬	১৮,১৬,৯৩০	২২,৫৪,৭৬৪	৪৬৫৬,৪১৫	২২০১৫৫৭
		রপ্তানি	৫৮,০৭৬	৯১,১০৯	১,২৭,৪৩০	১১৯৫১০	৩১১৭৭১
৪.	সোনাহাট	আমদানি	-	-	-	-	১৩৫৫৩৭
		রপ্তানি	-	-	-	-	১৬৩

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
৫.	তামাবিল	আমদানি	-	-	-	৭৮২৪৬৪	১৮৫৬৩৯৭
		রপ্তানি	-	-	-	১৬৯৯	১১৬৩
৬.	নাকুগাঁও	আমদানি	১,৬৩৫	৪২,৮৪১	১,২৩,২৮২	৯৩৬৯	৬৫৫২৪
		রপ্তানি	-	-	৩৩ট্রাক	৭৯৫	১৩৪০
৭.	আখাউড়া	আমদানি	৬০	১১	০২	৬০	৯৯
		রপ্তানি	৬,৩৫,৫৪৭	৫,৬৮,৪৮০	২,১৪,৭৫৫	২০১৫৮০	২০৯৯৬২
৮.	বাংলাবান্ধা	আমদানি	৬,৭১,৪৬৩	৯,৩৫,৪৮৬	৬,০০,৬৫৬	১২,০৭,৩২৩	১৭৯৬৮৬৯
		রপ্তানি	৫৪,৮৫৮	৩১,১২৮	৭,০৫১	৬৯,২০৫	৪২,৬৩২
৯.	বিবিরবাজার	আমদানি	২৮	২৩১	৪৫৫	৩১৭	৪৭৯
		রপ্তানি	১,১৩,৭৬৮	১,০৮,৯১৫	১,৩৫,৩২০	১,৫৮,৩৮১	১,৭০,৪৫৮
১০.	সোনামসজিদ	আমদানি	১৬,৭২,১৭৮	১৬,৮৮,৫৭২	২৭,৬৩,৪০৮	২৬,৭২,৫১৯	২৩৭৭৬০৩
		রপ্তানি	৭,১৯০		১৫,২৪৮	১২,২১৯	১৫৪২৭৮
১১.	হিলি	আমদানি	৯,১০,৯১৬	৮,৪১,৮৭৭	২৪,৩৬,৫৮৫	১৬,৪৪,১৪৯	১৩,৭৮,৮০৬
		রপ্তানি	৯,১০৪	৬,১৩৫	৪,৫৩৭	১৬,৪১৫	৩৭৪২২
১২.	টেকনাফ	আমদানি	৭০,৪২৫	৭০,৬৯৭	৭২,১৭৭	১৫৯৮৫৩	১০৩৬৮৩
		রপ্তানি	৭,২২৮	৫,৯৬৭	৩,১৮২	২৭২৫	৫৫৬৪
মোট		আমদানি	৭৭২৭৮০৪	৭২৮২৮৮৪	১৪০৩৭৫৬৫	২০১৬৯৬৬৪	২০৩২৭০৭৭
		রপ্তানি	১১৮১৭৪৮	১২৮৭৪৭৩	৮৩২৯০৪	৯৩৫৪৪২	১৩৩৫৯৩০

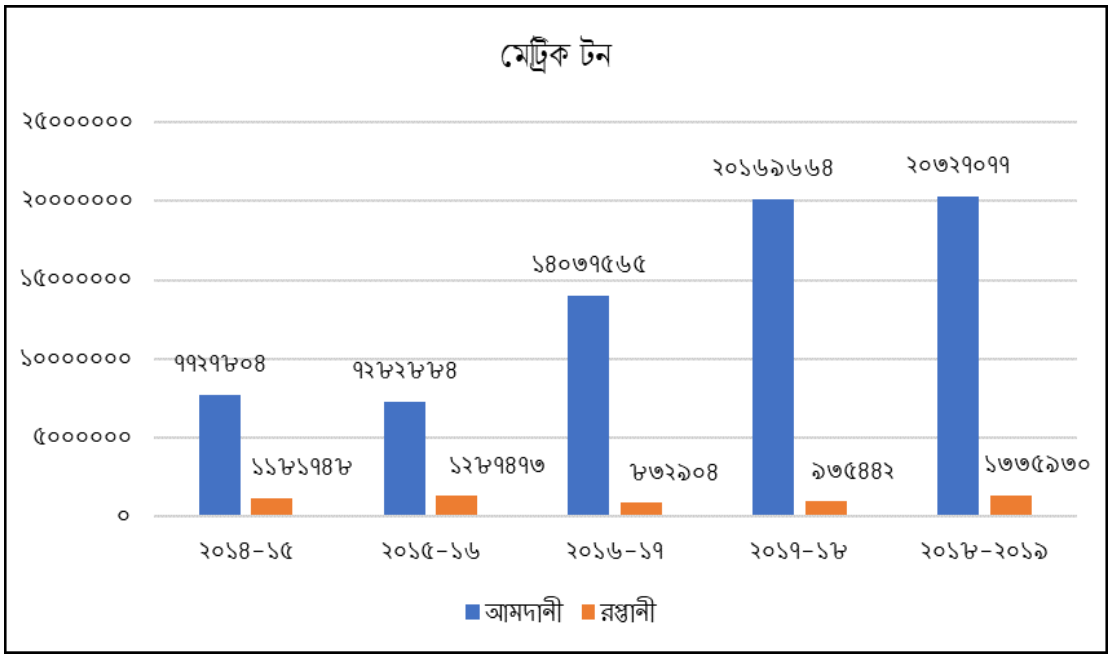

বিগত ৫(পাঁচ) বছরে স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে মোট আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র

৩.৪) আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা :

বাস্থবক একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা ও সেবা প্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা হয়। বিদ্যমান চালুকৃত ১২ টি বন্দরসমূহের মধ্যে সোনাহাট ব্যতিত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দরসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ ভারত ও মায়ানমারে গমনাগমন করে থাকে। যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টর্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্থবকের অধীনে বেনাপোল বুড়িমারী, নাকুগাঁও, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে যাত্রীদের বিশ্রামাগার, বসার স্থান, উন্নত টয়লেট সুবিধা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল সেবা প্রদানের বিনিময়ে যাত্রীগণের নিকট হতে ট্যারিফ মোতাবেক নির্ধারিত ফি গ্রহণ করা হয়। ৪টি বন্দরের মাধ্যমে যাত্রী গমনের গড় নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	বন্দরের নাম	যাত্রী সংখ্যার গড় (মাসিক)
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	১,০০,৫৬৬ জন
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	১০,৪৩৫ জন
৩	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৩০৮ জন
৪	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	৬২৫২ জন

আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর

৪.০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ :

স্থলপথে প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসাণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ০৮ (আট) টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এসব প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১০২.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ক) "তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।
খ) "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্প।

ক) "তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প :

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন ভারতের সেভেন সিস্টার নামে খ্যাত মেঘালয় রাজ্যের সাথে তামাবিল স্থলবন্দরের অবস্থান। এ বন্দরটিতে আমদানি-রপ্তানি সুবিধাদির জন্য ৭২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে

বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন-ওয়্যারহাউজ, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, আবাসিক ব্যারাক, ওয়েব্রীজ স্কেলসহ অন্যান্য আবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসনের জন্য ৩.১৮ একর জমির উপর একটি ডরমেটরি ভবনসহ আবাসিক এলাকা রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন/১৯ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটিতে আর্থিক ও ভৌত দু'টি লক্ষ্যই অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই ২৭ অক্টোবর/১৭ হতে এর অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

তামাবিল স্থলবন্দরের নব নির্মিত প্রসাশনিক ভবনের চিত্র

তামাবিল স্থলবন্দরের নব নির্মিত ডরমেটরি ভবনের চিত্র

খ) "SASEC Road Connectivity Project" শীর্ষক প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৫৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/১৯ এ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দু'টি উল্লেখযোগ্য স্থলবন্দর বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে বেনাপোল স্থলবন্দরে দু'টি আধুনিক ওয়্যারহাউজ, দু'টি ওপেন ইয়ার্ড টেকসই করে নির্মাণ এবং জিরো পয়েন্ট হতে বন্দরের অভ্যন্তর পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট সড়ক ও কর্মকর্তাগণের জন্য ডরমেটরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম অটোমেশন করা হয়েছে যা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ADB কর্তৃক আয়োজিত Good Project Implementation Forum এ Overall Best Project হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

SASEC Road Connectivity প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আধুনিক ওয়্যারহাউজ এর চিত্র

বেনাপোল স্থলবন্দরে নব নির্মিত আরসিসি ওপেন ইয়ার্ড এর চিত্র

সাসেক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের নব নির্মিত ৪ লেন বিশিষ্ট আরসিসি রোড এর চিত্র

বেনাপোল স্থলবন্দরে নব নির্মিত ডরমিটরি ভবনের চিত্র

৪.১) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port'' শীর্ষক প্রকল্প	৫০০৬.০০/-	৪৬৮০.৯৪/-	সমাপ্ত
২.	''তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প	৬৮৪.০০/-	৬৮৪.০০/-	সমাপ্ত
৩.	"বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প	৫.০০/-	৫.০০/-	চলমান
৪.	"বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প	৫০০.০০/-	৭৫৫.৪২/-	চলমান
৫.	"ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প	২.০০/-	২.০০/-	চলমান
৬.	"গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প	৫.০০/-	৫.০০/-	চলমান

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৭.	"Bangladesh Regional Connectivity Project-1: Development of sheola, Bhomra, Ramgarh Land Port and Up-gradation of Security system of Benapole Land port." শীর্ষকপ্রকল্প	৩৫০০.০০/-	৩১৪৪.০৩/-	চলমান
৮.	"বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	৫০০.০০/-	৫০০.০০/-	চলমান

ঢাকাস্থ শেরে-ই বাংলা নগরে প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের চিত্র

প্রধান কার্যালয় ভবনের নকশা চিত্র

৪.২) চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহ :

- ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়'' শীর্ষক প্রকল্প ;
- বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৯৩.০০ কোটি টাকার "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of Benapole land port" শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প;
- ৩৭৪০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প;
- ৬৭.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ৫৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন।

৪.৩) ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ :

- ২৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২৩ মেয়াদে ''বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প;
- ১৫৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২৫ মেয়াদে ''বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড ও অফিস বিল্ডিং সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ'';
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ/আধুনিকীকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
- বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণ।

৫.০) বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত নিম্নে সারণিতে দেয়া হ'ল : (লক্ষ টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
প্রধান কার্যালয়	৯৪১.৪৭	১১২৩.১৯	১১০৫.২৫	১০৫৬.৫৮	১৫৪৯.০০
বেনাপোল	৩১৪৪.২৮	৩৪০৬.৭৪	৪৩৯৬.৫৭	৪৮৭২.৭২	৮২৩৬.৬৮
বুড়িমারী	৭০৩.২১	১৬০২.০৬	২৭৫১.৩২	৪৬২৪.১৯	৫৭২৯.৬৩
আখাউড়া	৩১.৪৯	২৪.৫০	৬.৩৬	৪.৮৫	১৯.৭৩
টেকনাফ	১৯১.৪২	২১৪.২৬	২৬০.৪২	৪৭৪.৭০	৩৬৮.৪২
সোনামসজিদ	৩২১.১৮	২৯২.৬৪	৩৮২.২৯	৩৮২.৬৫	৩৪০.৪৫
হিলি	৩৮৬.৮৩	২৪৪.১৩	৫৮৫.৮৪	৬০৭.৯২	৬৯১.৪৭
বিবিরবাজার	০.৮৫	০.৯৯	১.৯৪	১.৩২	১.৯৫
বাংলাবান্ধা	২৫.২৯	২৫.৪৭	২৪.৪৭	৪৭.৪৯	৩১৫.০৪
ভোমরা	১৩০৩.৫৪	১৩২৯.৩৭	১৬৮৭.১৯	২১০৪.০৭	১৮৭৩.৮৪
নাকুগাঁও	২.৪০	৫৭.৫৬	৬৮.৫০	১১.০০	৬৮.৩২
সোনাহাট					৩৭২.৫০
তামাবিল				৬৪৬.০৯	১৫২৬.১৪
মোট=	৭০৫১.৯৬	৮৩২০.৯১	১১২৭০.১৫	১৪৮৩৩.৫৮	২১০৯৩.১৭

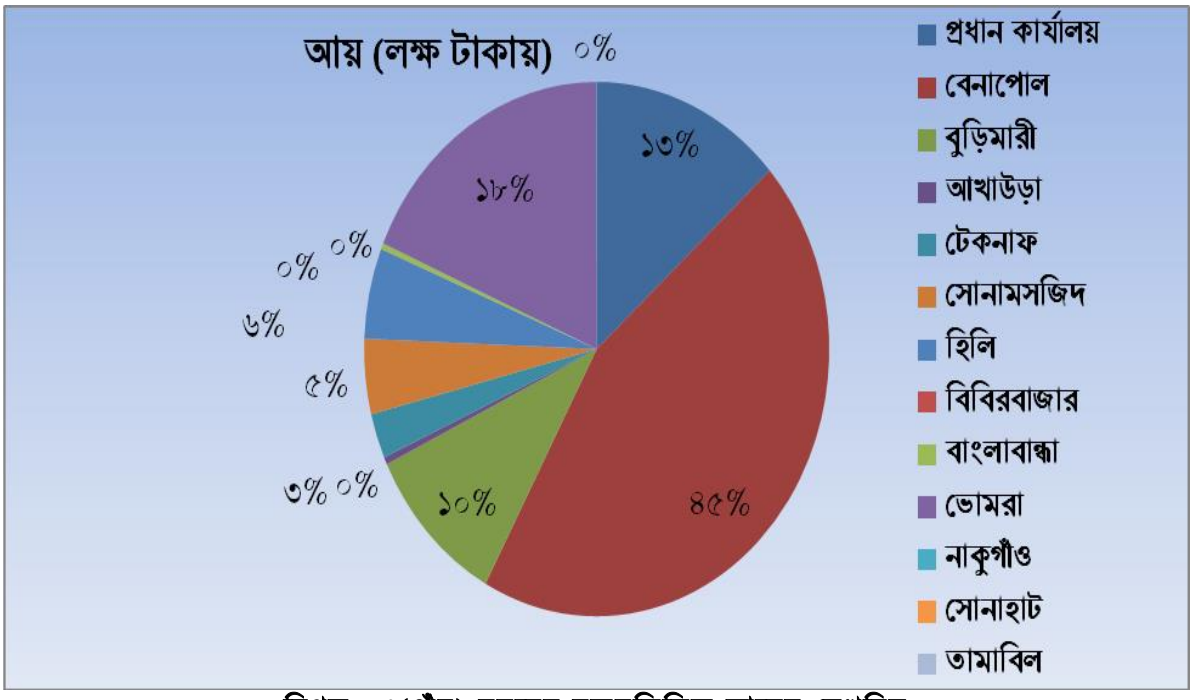

বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

৫.১) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের পরিসংখ্যান: (লক্ষ টাকায়)

২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-২০১৯
৭০৫১.৯৬	৮৩২০.৯১	১১২৭০.১৫	১৪৮৩৩.৫৮	২১০৯৩.১৭

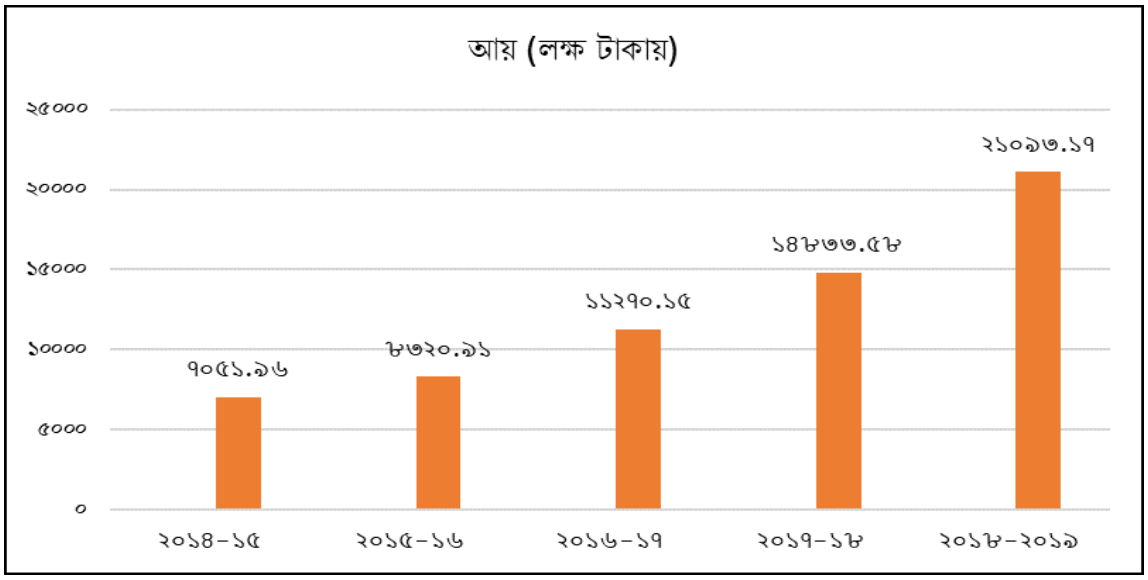

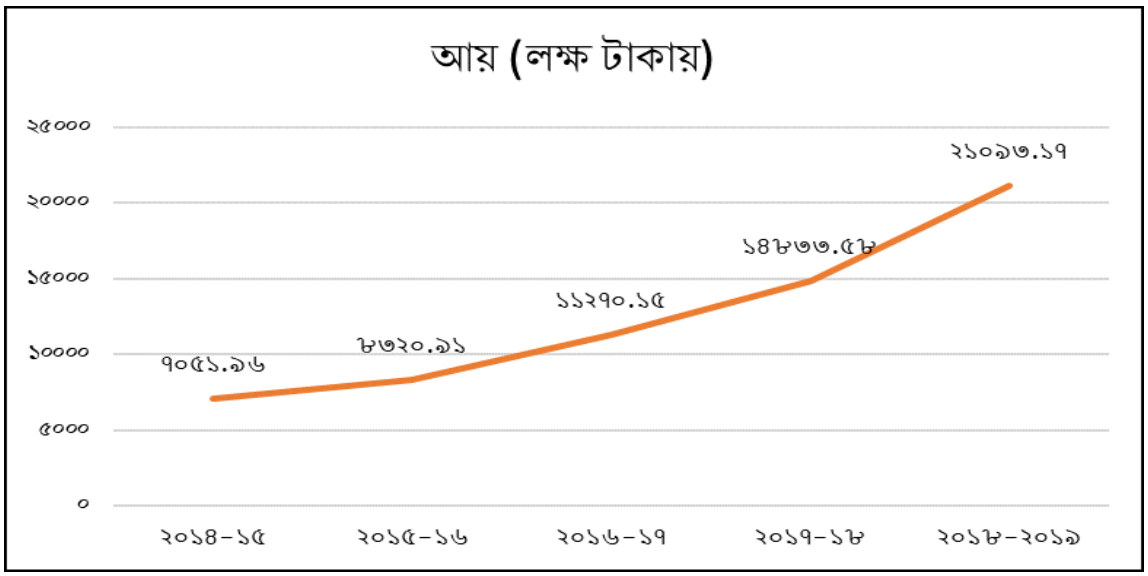

বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের লেখচিত্র

৫.২) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে দেয়া হ'ল : (লক্ষ টাকায়)

আয়				ব্যয়			
অর্থ বছর	বাজেট	প্রকৃত	শতকরা (%) হার	অর্থ বছর	বাজেট	প্রকৃত	শতকরা (%) হার
২০১৪-১৫	৭১৪২.৯১	৭০৫১.৯৬	৯৮.৭২	২০১৪-১৫	৪৮৩৭.০৮	৪৭৩৭.১৫	৯৭.৯৩
২০১৫-১৬	৮০৮৬.০০	৮৩২০.৯১	১০২.৯০	২০১৫-১৬	৭৫৮০.৪৪	৫৫৩৬.৭২	৭৩.০৪
২০১৬-১৭	১০৪৭৮.০২	১১২৭০.১৫	১০৭.৫৬	২০১৬-১৭	৯৬৩৫.৩৫	৭৪৭৪.২০	৭৭.৫৭
২০১৭-১৮	১৪৫৬৬.৬২	১৪৮৯৯.৫৩	১০২.২৮	২০১৭-১৮	১০৩৩২.৯৩	৯৫৫৩.৪২	৯২.৪৬
২০১৮-১৯	১৭৩৮৭.২২	২১০৯৩.০০	১২১.৩১	২০১৮-১৯	১৬৪৭৮.১৫	১২৬৬২.০৪	৭৬.৮৪

৫.৩) সরকারী কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ ও লেখ চিত্র :

(লক্ষ টাকায়)

২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-২০১৯
২০৪৬.০১	২০৪৪.৬৬	৩০৩৫.০০	৩১১৩.০০	৪৩৪৪.০৫

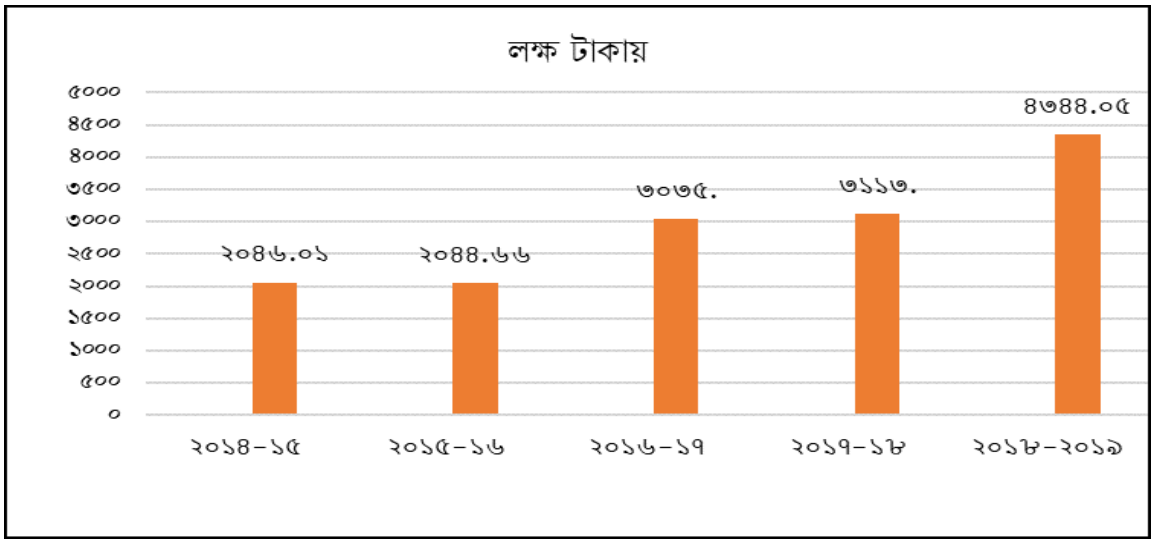

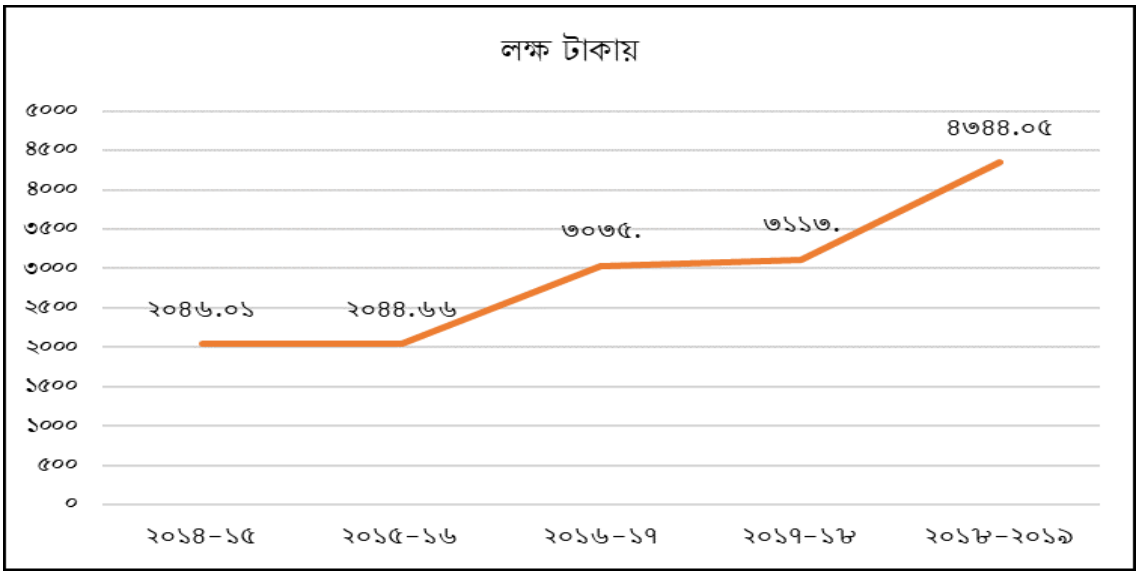

৫.৪) হিসাব সংক্রান্ত পলিসি:

বাস্তবক হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়:

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS, এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) স্থায়ী সম্পত্তি: জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ প্রদর্শন করা যায়।

গ) আয়কর: ১৯৮০ সালের আয়কর অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঘ) ভ্যাট: ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

৬.০) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : (কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	নতুন আপত্তি পাওয়া যায়নি।	-	০১টি	১৭টি(পূর্বের উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি)	২৩৫৭৭	৯১টি	৪১.৮৮
সর্বমোট=		-	-	০২টি	১৭টি	২৩৫৭৭	-	-

**২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পূর্বের বছরগুলোতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯১ টি এবং টাকার পরিমাণ ৪১,৮৮,৯১,১৬৯/- টাকা।

৬.১) হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি :

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব প্রস্তুত ও নিরীক্ষা এত উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে খসড়া প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অডিট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি :

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারী'২০১৮ হতে ডিসেম্বর'২০১৮ খ্রি: সময়ের নিম্নবর্ণিত বন্দর সমূহের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করে চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে:

১। বেনাপোল স্থলবন্দর;
২। সোনামসজিদ স্থলবন্দর;
৩। হিলি স্থলবন্দর;
৪। বুড়িমারী স্থলবন্দর;
৫। ভোমরা স্থলবন্দর;
৬। তামাবিল স্থলবন্দর;
৭। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর;
৮। আখাউড়া স্থলবন্দর।

৭.০) ফটোগ্যালারি

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনায়
গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত গঠিত

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর

জাতীয় শোক দিবস
উপলক্ষে
আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গণশুনানী

গণশুনানী

সোনাহাট স্থলবন্দর
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

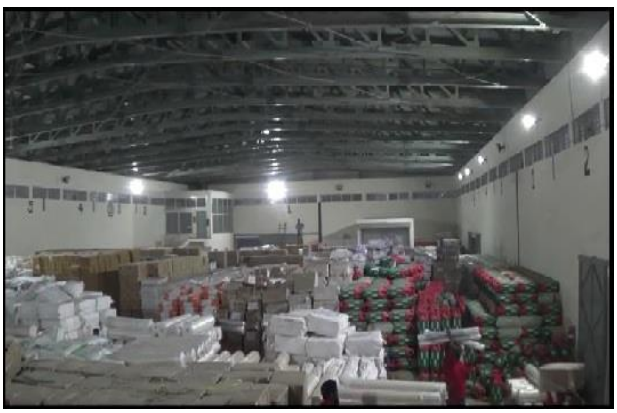

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA
2019/7/23 14:02

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA
2019/7/23 13:50

ADAV LOGISTICS
Hero
REDMI NOTE 7 PRO
48MP DUAL CAMERA
2019/7/23 13:51

REDMI NOTE 7 PRO
48MP DUAL CAMERA
2019/7/23 13:51

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA
2019/7/23 14:12